কাঁটাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে

আঞ্চলিক ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে গৃহীত যৌথ কাজকর্মের প্রতিবেদন ২০১৭-২০২০

সহযোগিতায়ঃ

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্‌ ও তার প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য

ফ্রেন্ডস অফ পুওর এন্ড সোস্যালি এবান্ডান্ড

কাঁটাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে

আঞ্চলিক ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে গৃহীত যৌথ কাজকর্মের প্রতিবেদন ২০১৭-২০২০

সহযোগিতায়ঃ

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্‌ ও তার প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য

ফ্রেন্ডস অফ পুওর এন্ড সোস্যালি এবান্ডান্ড

ভূমিকা

প্রাচীন কালে বাঁকুড়া জেলা 'সুক্ষ' ভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল। মহাকাব্য 'মহাভারত'-এ আছে, পান্ডব পুত্র 'ভীম' সুক্ষ ভূমির রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। মহাভারত-এর টীকা রচয়িতা নীলকণ্ঠ সুক্ষ ভূমিকে "রাঢ়া" (রাঢ়) নামে চিহ্নিত করেছেন। জৈন ধর্মগ্রন্থ 'আচারাঙ্গ সূত্র'-এ রাঢ় অঞ্চলকে বলা হয়েছে "লাঢ়"। ঐতিহাসিকদের মতে, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীতে "সুক্ষ" শব্দটি থেকেই প্রথমে "লাঢ়" ও পরে "রাঢ়" শব্দটির উৎপত্তি হয়। বাঁকুড়া সদর মহকুমার শুশুনিয়া পাহাড়ে একটি সংস্কৃত শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। এটি খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে রাজা চন্দ্রবর্মণ খোদাই করিয়েছিলেন। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রাজা 'রঘুনাথ' মল্ল রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় থেকে বাঁকুড়া জেলা "মল্লভূম" নামে পরিচিত হয়। ১৮৩৭ সালে বাঁকুড়াকে সদর করে ও বিষ্ণুপুরকে পৃথক করে পশ্চিম বর্ধমান জেলা গঠন করা হয়। ১৮৮১ সালে বর্তমান 'বাঁকুড়া জেলা' স্থাপিত হয়। উন্নয়নের নিরিখে একসময় জেলার ২৩ টি ব্লকের মধ্যে পিছিয়ে পড়া ব্লক হিসেবে পরিচিত ছিল 'ওন্দা' ব্লক। ব্লকে রয়েছে ১৪ টা গ্রাম পঞ্চায়েত। যার মধ্যে একটি 'কাঁটাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত'। আঞ্চলিক ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষাক্ষেত্রে ও সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ওন্দা ব্লকের অন্যান্য পঞ্চায়েতকে আজ পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে কাঁটাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত। আমরা মনে করি অঞ্চলের শিক্ষা প্রোথিত থাকবে সংস্কৃতির গভীরে এবং সেটা হয়ে উঠবে অঞ্চলের প্রতিদিনের জীবনযাপনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। এই লক্ষ্যকে মাথায় রেখে আমরা আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১৮টি বিদ্যালয়ের মধ্যে থেকে প্রাথমিক ভাবে ৬টি বিদ্যালয় নিয়ে ২০১৭ সালে এক যাত্রা শুরু করেছিলাম। এই যাত্রাপথে আমরা সবথেকে গুরুত্ব দিয়েছিলাম জীবনযাপনের জন্য যে দক্ষতা লাগে তা হাতেকলমে ছাত্রছাত্রীদের রপ্ত করিয়ে দিতে যাতে তারা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের নানা প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতার মোকাবিলা সহজেই করতে পারে এবং পাশাপাশি যাতে তাদের শারীরিক, মানসিক তথা সার্বিক বিকাশ সম্পূর্ণ হয়।

এছাড়াও যাঁদের বয়স ১৬ থেকে ৩০ এর মধ্যে অথচ যাঁরা নানা কারণবশতঃ মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ আবার জীবন যাপনের জন্য তেমন কোন সংস্থানও নেই, তাঁদেরকে আমরা গ্রামীণ জ়ীবনের উপযোগী কিছু বিষয়ে দক্ষ করে ও সহায়তা দিয়ে কিছুটা হলেও স্বাবলম্বী করে তোলার চেষ্টা করে চলেছি, যার মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের পরিবারে বর্ষব্যাপী কিছুটা বাড়তি আয়ের জোগানের মাধ্যমে আশা-ভরসায় ভরা এক দায়িত্বশীল জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

তবে ২০১৭ সালে বৃহৎ উদ্দেশ্যে নেওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সেই ক্ষুদ্র উদ্যাগটি, ২০১৯ সালে যে ব্যাপকতা ও ব্যাপ্তি লাভ করেছে তা কলকাতাস্থিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্'-এর প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য, ফ্রেন্ডস অফ পুওর এন্ড সোস্যালি এবান্ডান্ড' এর সহায়তা ব্যতিরেকে বাস্তবায়িত হওয়া ছিল অলীক কল্পনার নামান্তর ।

আর সবশেষে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই সকল পূর্ববর্তী ও বর্তমান পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যাগণকে। এই অঞ্চলের বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক/শিক্ষিকা মন্ডলীকে, অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক, সমিতি এডুকেশন অফিসার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যগণকে এবং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও অন্যান্য সকল আধিকারিকগণকে, যাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় আজ আমরা প্রারম্ভিক পথটা অতিক্রম করেছি। যে ভবিষ্যতের পথ আজ আমাদের হাতছানি দেয় সে পথও যে আমরা এক সাথে সাবলীলভাবে অবশ্যই অতিক্রম করবো, সে বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত।

শিবানী হেমব্রম

প্রধান
কাঁটাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত
ব্লক- ওন্দা, জেলা- বাঁকুড়া

কাঁটাবাড়ী গ্রামপঞ্চায়েতের উদ্যেগে ও 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্' এর প্রতিষ্ঠানিক সদস্য 'ফ্রেন্ডস অফ পুওর এন্ড সোস্যালি এবান্ডান্ড' সহযোগিতায় কাঁটাবাড়ী গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তগর্ত বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি আঞ্চলিক শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নকে কেন্দ্র করে ক্ষুদ্র পরিসরে যে বৃহৎ কর্ম প্রচেষ্টা চলেছে, তা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। উক্ত কমর্কান্ড থেকেই যেমন ছাত্র-ছাত্রীরা আনন্দের সাথে শিক্ষা অর্জন করছে তেমনই বিভিন্ন কাজ তারা হাতে কলমে করার সুযোগ পাচ্ছে। এতে তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটছে ও দক্ষতার বিচারে ছাত্র-ছাত্রীরা পরিপূর্ণতা লাভ করছে। একই সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগণও এই কর্মধারায় নানা নতুন ধরণের পাঠ পরিকল্পনার করার সুযোগ পাচ্ছেন।

তাই এলাকার বিদ্যালয় গুলোতে এক আনন্দদায়ক পরিবেশ গঠন করা ও এই ধরনের শিক্ষামূলক কর্মকান্ডের জন্য যেমন কাঁটাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তেমনই কলকাতার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস' ও 'ফ্রেন্ডস অফ পুওর সোস্যালি এবান্ডান্ড' এর সদিচ্ছা প্রশংসনীয়। এই কর্মকান্ডকে বিকশিত করার প্রয়াস আগামীদিনের শিক্ষা ক্ষেত্রে যথেষ্ট সদর্থক ভূমিকা গ্রহন করবে বলে আমি নিশ্চিত।

আন্তরিক ধন্যবাদ ও আগাম শুভেচ্ছা রইল সকল পথ প্রদর্শনকারীদের জন্য।

সঞ্চালক

শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য, কাঁটাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত

শুরুর কথা

প্রাথমিক অবস্থায় পরীক্ষামূলকভাবে ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে কাঁটাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের 'বনযমুনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে' শুরু হয় এই যৌথ উদ্যোগের কাজ। মাত্র তিন মাসের মধ্যেই আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার ওই স্কুলে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। ধীরে ধীরে কাজের প্রভাব ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে অন্যত্রও। কাজের সাফল্য অনুভব করে ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কাঁটাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান, সদস্য ও সদস্যা এবং পঞ্চায়েতের আধিকারিকরা, 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্'-এর প্রতিনিধি ও 'ফ্রেন্ডস অফ পুওর এন্ড সোস্যালি এবান্ডান্ড' সদস্যদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠকে বসেন। অবশেষে ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে কাঁটাবাড়ী সাধারণ সভায় এই কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৮.১০.১৭ তারিখে গ্রামপঞ্চায়েতের সঙ্গে 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্' এর প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য 'ফ্রেন্ডস অফ পুওর এন্ড সোস্যালি এবান্ডান্ড' এর মধ্যে এক ত্রিপাক্ষিক সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। প্রাথমিকভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বনযমুনা, কুমিরাদহ, গোপীনাথপুর, জামডহরা নিউ, জামডহরা বামুনবাঁধ এই পাঁচটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বামুনবাঁধ বেনাবাঁধী উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিবিড়ভাবে শুরু হয় কাজ। কাঁটাবাড়ী পঞ্চায়েতের অন্যান্য বিদ্যালয়ে এল.সি.ডি. শো, বি.এম.আই. নির্ধারণ, পুষ্টি বাগান, নার্সারী ইত্যাদি কর্মকাণ্ড চলতে থাকে। বর্তমানে কাঁটাবাড়ীতে ১৪টি নিবিড় বিদ্যালয়ে ৯ জন আর.পি. (রিসোর্স পার্সন) যুক্ত রয়েছেন, যারা অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে চলেছেন। রয়েছেন ৭ জন সি.আর.ও. (কমিউনিটি রিসোর্স অর্গানাইজার)। এছাড়া রয়েছেন নিবেদিত প্রাণ কিছু শিক্ষকদের অক্লান্ত সহযোগিতা।

একনজরে কাঁটাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত

কাঁটাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের জনসংখ্যা – ১১,৭০৮ জন (২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী)

গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট সংসদের সংখ্যা – ৯টি

নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা – ৯ জন

কাঁটাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতে বিদ্যালয়ের সংখ্যা

প্রাথমিক বিদ্যালয় - ১১টি

এস.এস.কে. - ২টি

জুনিয়ার স্কুল - ৫টি

উচ্চবিদ্যালয় - ১টি

ভাবনা ও উদ্দেশ্য

আশা ছিল, অতীতকে দূরে সরিয়ে রেখে আগামীতে কাঁটাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত ভিন্ন আঙ্গিকে শিক্ষার প্রসারে ও সামগ্রিকভাবে সমাজ গঠনে আরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে। প্রাসঙ্গিক শিক্ষার পাশাপাশি এলাকার ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্থানীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দেওয়া হলে তা আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে ও সহায়ক হবে প্রতিদিনকার জীবনযাপনে। উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাকে বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের বাইরে এনে আনন্দ সহকারে হাতে-কলমে ছাত্রছাত্রীদের তা রপ্ত করিয়ে দেওয়া এবং সাথে সাথে সার্বিক বিকাশের মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যতে তারা যাতে জীবনে চলার পথের নানান বাধা ও প্রতিকূলতা সহজেই কাটিয়ে উঠে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সে পথটাকে সুদৃঢ় করা।

পাশাপাশি ভাবনা ছিল মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া অষ্টম শ্রেণী অনুত্তীর্ণ ২৪-৩৫ বছর বয়সী স্থানীয় যুবক-যুবতীদের গ্রামীণ জীবন-জীবিকা উপযোগী দক্ষতা বৃদ্ধি করারও। যার মাধ্যমে তারা তাদের পরিবারে সারা বছর ধরে কিছুটা বাড়তি আয়ের জোগান দিয়ে নিজেদের জীবনে আশার আলো দেখতে পাবে।

স্থানীয় ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষার প্রসারে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ

পুষ্টিবাগান

শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে এবং স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় ছয়টি বিদ্যালয়ে বর্তমানে সারা বছর ধরে বিষাক্ত রাসায়নিক সারহীন পুষ্টিবাগান থাকে। স্কুলে এই বাগান গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা হাতে-কলমে বীজ থেকে চারা তৈরির বিষয়টি প্রত্যক্ষ করতে পারছে। জানতে পারছে পুষ্টিবাগানের উপকারিতা এবং কীভাবে এই বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। পাশাপাশি বীজ সম্পর্কেও তাদের ধারণা তৈরি হচ্ছে, শিখে নিতে পারছে কোন শাক-সবজি বছরের কোন সময়ে হয় এবং কী তার উপকারিতা বা পুষ্টিগুণ। এইভাবে তারা আনন্দের সঙ্গে পাঠ নিচ্ছে পরিবেশ তথা প্রকৃতির।

ফল গাছের নার্সারী

অপুষ্টির সঙ্গে লড়াই করতে হলে বিভিন্ন শাক-সবজির পাশাপাশি মরশুম ভিত্তিক কিছু ফল খাওয়াও প্রয়োজন। আর এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে চেষ্টা করা হচ্ছে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর বাড়িতে যেন কমপক্ষে পাঁচ ধরনের ফলের গাছ (যেমন পেঁপে, বেদানা, পেয়ারা, আমলকী, নজনে ইত্যাদি) থাকে । এইজন্য ২০১৯ সালে কাঁটাবাড়ীর ৫টি প্রাথমিক ও ১ টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফল গাছের নার্সারী তৈরি করে উৎপন্ন চারা স্কুলের প্রায় সকল ছাত্রছাত্রীর মধ্যে বিতরণ করা হয়।

বীজ পরিচিতি

ছোটবেলা থেকেই শিশুরা যাতে বিভিন্ন মরশুম ভিত্তিক ফসল, শাক-সবজি ও ফলের বীজ চিনতে পারে তাই স্কুলে স্কুলে বীজ পরিচিতির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ৬টি বিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে, বাকি স্কুলগুলোতেও শীঘ্রই এই উদ্যোগ শুরু হবে।

পুষ্টি ম্যাপিং (বিএমআই)

দেশ ও জাতির গঠনের ক্ষেত্রে শৈশব থেকে শিশুর শারীরিক সক্ষমতা গড়ে ওঠা অত্যন্ত জরুরি। কারণ শারীরিক বিকাশের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তার মানসিক, বিকাশের বিষয়টি আর এই জন্য ছোটবেলা থেকে প্রথমেই তাদের অপুষ্টির অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে। তাই বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশের কথা মাথায় রেখে পঞ্চায়েতের উদ্যোগে কাঁটাবাড়ী বিদ্যালয় গুলোতে শুরু হয়েছে পুষ্টির মান নির্ণয়ের (বি.এম.আই.) কর্মসূচি। যার মাধ্যমে আশা কর্মী ও A.N.M দিদিদের সহায়তায় অভিভাবকরাও জানতে পারছেন তাঁদের শিশুদের পুষ্টির মান এবং বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক

সার তথা বিষ বিহীন ফসলের উপযোগিতা ও সেই আঙ্গিকে স্কুলের পুষ্টি বাগানের গুরুত্বও তাঁরা বুঝতে পারছেন। ইতিমধ্যে কাঁটাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪টি বিদ্যালয়ে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যেখানে মোট ৯৩৭ জন ছাত্রছাত্রীর পুষ্টির মান নির্ণয় করা এবং ৫৩০ জন ছাত্রছাত্রীকে বাড়িতে বিএমআই বাগান তৈরি জন্য বীজ দেওয়া হয়েছে।

অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে পাঠদান

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় আনন্দদায়ক পাঠদান এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই শিশুদের পঠন-পাঠনকে আরও আনন্দদায়ক করতে এবং তা যাতে শিশুর মনে সদর্থক প্রভাব বিস্তার করতে পারে তার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে প্রতিটি বিদ্যালয়ে সপ্তাহে একদিন করে অডিও-ভিস্যুয়ালের মাধ্যমের পাঠদান করা হচ্ছে। শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট একটি দিনে পূর্ব নির্ধারিত সময়ে এল.সি.ডি-এর মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র, অ্যানিমেশন প্রভৃতি। যেখানে পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন বিষয় ছাড়াও থাকে বিভিন্ন সুঅভ্যাস, সুস্বাস্থ্য গড়ে তোলা এবং পরিবেশ বিষয়ক ও নানান শিক্ষামূলক ছবি। নিরন্তর এই উদ্যোগের ফলে দেখা যাচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বোধের উন্নতি ঘটেছে, সর্বোপরি দেখা যাচ্ছে শৌচাগার ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্বাস্থ্য-শরীরচর্চা এবং সৃজন ও কর্মমূলক পাঠের আয়োজন

বর্তমান পাঠক্রম মেনে পাঠ্য ও কৃত্যসূচির মাধ্যমে পড়াশোনাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে, শৈশব থেকে শিশুদের সৃজনশীল ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলে ছাত্রছাত্রীদের অন্যান্য দক্ষতাকে আরও বিকশিত করতে কাঁটাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে বিদ্যালয়ের নিয়মিত পড়াশোনাকে ব্যাহত না করে স্থানীয় জ্ঞানী ও দক্ষ মানুষজনকে বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। যাঁরা শিশুদের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশে ঘটাতে সহায়তা করে চলেছেন। আবার কোনও কোনও বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও এগিয়ে এসে সামিল হয়েছেন এই উদ্যোগে।

এই কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শিশুদের জন্য এক আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়ে চলেছে, অন্যদিকে বিভিন্ন সৃজন-সামগ্রীর তালিকা দীর্ঘায়িত হয়ে চলেছে। প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণের বিষয় হলো নাচ, গান, আবৃত্তি, নাটক, খেলাধূলা ও ব্যায়াম। এখন পর্যন্ত ৫টি বিদ্যালয়ে ১৩ জন স্থানীয় দক্ষ ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

মাতা-শিক্ষক মিটিং/অভিভাবক-শিক্ষক মিটিং

কাঁটাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত, স্কুলের মাতা-শিক্ষক কমিটিতে আলোচনা ও অভিভাবকদের সহমতের ভিত্তিতেই গ্রাম পঞ্চায়েতের এই উদ্যোগ বিদ্যালয় গুলিতে কার্য্যকর করা সম্ভবপর হয়েছে। এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা অভিভাবকদের সহযোগিতায় নিজেদের বাড়িতে পুষ্টি বাগান তৈরি করার সাথে সাথে নিজের ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে। এক নিরন্তর আলোচনার মধ্যে দিয়ে পঞ্চায়েত ও বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের সংযোগ বা সম্পর্ক সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে চলেছে।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও পরিদর্শন

বিশেষজ্ঞ কমিটির অন্তর্বর্তী সুপারিশক্রম নতুন পাঠক্রমে ছাত্রছাত্রীদের স্থানীয় বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বইয়ের পাশাপাশি যার মধ্যে দিয়ে পড়ুয়ারা তাদের স্থানীয় ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারছে। কাঁটাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত স্কুলে MTC কমিটিতে আলোচনা ও অভিভাবকদের সহমতের ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয়সদস্য/সদস্যা/শিক্ষা সঞ্চালকের উপস্থিতিতে শিক্ষামূলক ভ্রমণ সংঘটিত হয়ে চলেছে।

সৃজন উৎসব

গ্রাম পঞ্চায়েতের এই উদ্যোগের ফলে ছাত্রছাত্রীদের সৃজনের যে বিকাশ ঘটছে তারই পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটছে সৃজন উৎসবে। একটি নির্দিষ্ট দিনে শিক্ষক, পঞ্চায়েতসদস্য ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা নাচ, গান, আবৃত্তি, ছবি আঁকা, গল্প বলা, হাতের কাজ, অভিনয় প্রভৃতি নানা অভিনব দক্ষতার বিস্ময়কর উপস্থাপনই হলো এক কথায় সৃজন উৎসব।

ছুটির শিবির বা ভ্যাকেশন ক্যাম্প

ছুটির দিনগুলিও যাতে শিশুদের একঘেঁয়েমিতে ভরে না ওঠে, এই দিনগুলিতেও যাতে তারা আনন্দের আস্বাদ পেতে পারে এবং তার মধ্য দিয়ে যাতে তার কিছু না কিছু জ্ঞান আহরণ করতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি রেখে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত বিদ্যালয়ের ছুটির দিন গুলিতে স্থানীয় শিক্ষক, পাড়ার মানুষ, অভিভাবক, পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যাদের যুক্ত করে ও ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সংগঠিত করে ‘ছুটির শিবির’ বা ‘ভ্যাকেশন ক্যাম্প’। শেখানো হয় নানা জিনিস যেমন- স্থানীয় প্রকৃতি পাঠ সহ আবৃত্তি, ছবি আঁকা, নাটক, লোকগীতি, লোকনৃত্য, কম্পিউটার, বিভিন্ন প্রকার হাতের কাজ ইত্যাদি।

পাড়া মিটিং

বিদ্যালয় কেন্দ্রিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে সফলভাবে বাস্তব রূপ দিতে এবং তাতে এলাকার মানুষের ইতিবাচক অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে নিয়মিতভাবে পাড়ায় পাড়ায় মিটিং-এর আয়োজন করা হয়। যেখানে স্থানীয় মানুষজন ছাড়াও সংশ্লিষ্ট সংসদের সদস্য/সদস্যারা থাকেন। কখনও কখনও এধরনের পাড়া মিটিং-এ পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকারাও অংশগ্রহণ করেন। যাতে স্কুলের সঙ্গে এলাকার মানুষের যোগাযোগ আরও নিবিড় হয়। এখনও পর্যন্ত কাঁটাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত এর বনযমুনা, কুমিরাদহ, গোপীনাথপুর, গ্রামে মোট ১৮ টি পাড়া মিটিং-এর আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে।

আফটার স্কুল

শিক্ষাঙ্গনে বিভিন্ন উদ্যোগের পাশাপাশি এলাকার অষ্টম অনুত্তীর্ণ ৩০ বছরের কম বয়সী যুবক-যুবতীদের কথা মাথায় রেখে কাঁটাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের এই প্রয়াস। জীবিকা সহায়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের বাড়তি আয়ের সুযোগ করে দেওয়া এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। তবে কখনও তাঁরা এর মাধ্যমে অবসর সময়ের যথাযথ ব্যবহার করে নতুন আয়ের সন্ধানও পেতে পারেন। আর এজন্য বিদ্যালয় ছুটির পর স্থানীয় প্রয়োজন বিচার করে তাঁদের জন্য সেখানে প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ের ও হাতের কাজের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

আফটার স্কুল কেন্দ্রিক পাড়া মিটিং

এক্ষেত্রেও প্রথমে পাড়ায় পাড়ায় মিটিং-এর মাধ্যমে অষ্টম অনুত্তীর্ণ ৩০ বছরের কম বয়সী যুবক-যুবতীদের চিহ্নিত করে নেওয়া হয়। তারপর দফায় দফায় তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রশিক্ষণের বিষয় নির্বাচন করে আলাদা আলাদা দল তৈরি করা হয় এবং আফটার স্কুলের আয়োজন করা হয়। ইতিমধ্যে এলাকার ৬০ জন মহিলা ও পুরুষ প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে আফটার স্কুলে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। নিম্নলিখিত বিষয় গুলির ওপর প্রশিক্ষণ কার্য সম্পাদন করা সম্ভবপর হয়েছেঃ

১) ব্যবসা ভিত্তিক সবজি বাগান

২) বিভিন্ন গাছের নার্সারী

৩) কেঁচোসার বা ভার্মিকম্পোস্ট

৪) অ্যাজোলা তৈরি

৫) পশুপালন

৬) ট্রেলারিং

৭) মা ও শিশুর যত্ন

৮) মাশরুমচাষ

৯) কঞ্চিকলম

সেই অনুযায়ী কুমিরাদহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৩ জন মহিলা নিয়ে (১৪-৩৫ বছর বয়সী) আফটার স্কুল প্রোগ্রাম শুরু করা হয় ট্রেলারিং দিয়ে, যা সফল ভাবে চলছে।

আবার বনযমুনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সেখানকার জনগণের চাহিদা অনুযায়ী ট্রেলারিং প্রশিক্ষণ শুরু হয় ২০ জন মহিলাকে নিয়ে।

মার্কেট গার্ডেন– এলাকার চাহিদার কথা মাথায় রেখে স্কুলছুট মানুষদের পতিত জমির ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ও আয় বাড়ানোর জন্য ৫২ জন মহিলাদের নিয়ে শুরু করা হয়। এতে স্কুলছুট মহিলা ও পুরুষদের এলাকায় রোজগারের দিশা পেয়ে পরিবারের আয়ও বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন।

২০১৭-২০২০ পর্যন্ত গৃহীত কর্মকান্ডের কিছু পরিসংখ্যান

বিষয়	কিছু পরিসংখ্যান
চলচ্চিত্রমূলক শিক্ষা প্রদান	১৪ টি স্কুলে ১৩৪৪ বার
স্কুল পুষ্টি বাগান	৬ টি স্কুল
ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে জৈব পুষ্টি বাগান	৫৩০ জন
ফল গাছের নার্সারী	৬ টি স্কুল
ফল গাছের নার্সারীর চারা বিতরণ	২৩০ জন
পাড়ায় পাড়ায় যৌথ উদ্যেগ কেন্দ্রিক বিভিন্ন প্রকার আলোচনা	২৮০ বার
সৃজন উৎসব	৭ টি স্কুল, ৬১০ জন ছাত্রছাত্রী
ভ্যাকেশন ক্যাম্প	৬ টি স্কুলে ১৮ বার ২৩০ জন ছাত্রছাত্রী
বিভিন্ন প্রকার কৃত্যালি	১০ টি স্কুলে ৩২ প্রকার
মাতা-শিক্ষকমিটিং/অভিভাবক-শিক্ষক মিটিং	৫৩ টি
আফটার স্কুল কেন্দ্রিক উদ্যোগ	৭ টি স্কুলে ১০ প্রকার, ৩৬৫ জন প্রশিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন যার ভিতরে এখন অবধি ২৫০ জন নানা কাজে যুক্ত আছেন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে সফলভাবে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে যাঁদের অক্লান্ত পরামর্শ ও সহযোগিতা পেয়েছি আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই ওন্দা ব্লক এর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রী শুভঙ্কর ভট্টাচার্য, পঞ্চায়েত সমিতি এর সদস্য শ্রী সজল নিয়োগী (কর্মাধ্যক্ষ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্বাস্থ্য সমিতি) সহ ব্লকের শিক্ষার সাথে যুক্ত সমস্ত আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দদের এবং কাঁটাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী সহায়ক- শ্রী নিতাই রায় মহাশয়, পঞ্চায়েত সদস্য- শ্রী মন্টু নন্দী ও অন্যন্য সমস্ত কর্মী ও সদস্যদের। ধন্যবাদ জানাই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের, যাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় আজ আমরা এতটা সফলতা লাভ করতে পেরেছি এবং আশা রাখছি ভবিষ্যতে তাদের সহযোগিতার মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা আরও বৃহৎ আকার ধারণ করবে যা জেলার শিক্ষার মানচিত্রে হয়ে উঠবে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ।

পঞ্চায়েতের কর্মী ও সদস্যবৃন্দ

প্রধান - শ্রীমতি শিবানী হেমব্রম

উপ প্রধান - শ্রী গুরুদাস চন্দ্র

সদস্য/সদস্যাঃ

১। শ্রীমতি সীমা লোহার

২। শ্রী তাপস লোহার

৩। শ্রীমতি রুমা মন্ডল

৪। শ্রী মন্টু মোহন নন্দী

৫। শ্রী মনোজ মাজ়ি

৬। শ্রী মথুরানাথ পাল

৭। শ্রীমতি শিবানী রায়

প্রধান সহায়ককারীগণ

১। ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী সহায়ক - শ্রী নিতাই রায়

২। ভারপ্রাপ্ত সচিব - শ্রী তপন কর্মকার

৩। নির্মান সহায়ক - শ্রী জহর চন্দ্র লক্ষণ

৪। সহায়ক - শ্রী অক্ষয় কুমার বাউড়ী

অন্যান্য সহায়ককারীগণঃ

১। শ্রী চন্ডীচরন সিং

২। শ্রী মলয় মান্না

৩। শ্রী বানীপ্রসাদ মন্ডল

৪। শ্রী গোপীনাথ মন্ডল

৫। শ্রী অভিষেক দাস

আর. পি. দের তালিকা

১। শ্রী সদানন্দ দে

২। শ্রী নারায়ণ লোহার

৩। শ্রী ফাল্গুনী ঘোষ

৪। শ্রীমতী জননী হেমব্রম

৫। শ্রী অমিয় রায়

৬। শ্রীমতী বাবলী দাস

৭। শ্রী লক্ষ্মীকান্ত রায়

৮। শ্রী ঠাকুরমণি টুডু

৯। শ্রী পানি মান্ডি

সি. আর. ও দের তালিকা

১। শ্রী মঙ্গল টুডু

২। শ্রীমতী মঞ্জু লোহার

৩। শ্রীমতী ঝর্ণা রায়

৪। শ্রীমতী ঝুমা মান্ডি

৫। শ্রীমতী আরতি মান্ডি

৬। শ্রীমতী আদরী রায়

৭। শ্রীমতী ফুলমনি টুডু

AHEAD Initiatives

32/6 Gariahat Road (South), Kolkata: 700031, Tel: +91 33 4067 0369